বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার ৩

প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় গৃহীত শব্দগুলো নিয়ে বাংলা ভাষার শব্দ-সম্ভার।

শব্দ ঃ অর্থযুক্ত ধ্বনিকে শব্দ বলে। মনের ভাব প্রকাশের জন্য এক বা একাধিক ধ্বনি একত্রিত হয়ে অর্থবোধক হলে তা শব্দ বলে বিবেচিত হয়। ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ থাকতে হবে, তবেই তা শব্দ বলে গৃহীত হতে পারে। যে শব্দের কোন অর্থ নেই ব্যাকরণে তাকে শব্দ বলে মনে করা হয় না। মানুষ কথাবার্তায় শব্দের ব্যবহারে মনের ভাব স্পষ্ট করে তোলে। শব্দ যত বেশি জানা থাকে মনের ভাব প্রকাশ তত বেশি সুন্দর ও সহজ হয়ে থাকে। শব্দের অনেক প্রতিশব্দ থাকে, অর্থাৎ একই জিনিসের নাম প্রকাশ করার জন্য অনেক শব্দ থাকে। বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজনে বেছে বেছে শব্দ ব্যবহার করা হয়।

শব্দের সংখ্যা যে ভাষায় যত বেশি থাকে সে ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। শব্দের ভাণ্ডার বাড়ানোর জন্য প্রত্যেক ভাষায় বিদেশী ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করার রীতি প্রচলিত আছে। অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করার ক্ষমতা যে ভাষায় যত বেশি সে ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ। আবার নতুন নতুন শব্দ তৈরি করার ক্ষমতাও ভাষার থাকে। তাতে ভাষার শব্দসম্ভার বাড়ে।

বর্তমানে বাংলা ভাষায় যে শব্দসম্ভার ব্যবহৃত হয় তা বহুদিন ধরে দেশী বিদেশী অগণিত শব্দের সমাবেশে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীন ভারতীয় আর্য শাখার ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা বর্তমান রূপ লাভ করেছে বলে এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রচুর শব্দ বাংলায় বিদ্যমান। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার নিদর্শন। এসব ভাষা থেকে শব্দ মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষা পালি-প্রাকৃতের মাধ্যমে নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষা বাংলায় স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সবচেয়ে বেশি এসেছে এই মূল কাঠামো থেকে। তাছাড়া বাংলা ভাষায় আছে কিছু দেশী শব্দ। আর্যরা এদেশে আসার আগে এখানে যে আদিম অধিবাসীরা বসবাস করত তারা বাংলা ভাষায় কিছু শব্দ দান করেছে। এরপর এসেছে বিদেশীরা তাদের শব্দসম্ভার নিয়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম প্রচার ও রাজ্য শাসনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বহু বিদেশী জাতি এদেশে এসেছে। তারা এদেশের ভাষার ওপর প্রভাব রেখে গেছে। আরবি, ফারসি, পর্তুগিজ, ইংরেজি শব্দ এভাবে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। ইংরেজির মাধ্যমে পৃথিবীর অপরাপর দেশের কিছু শব্দও বাংলায় এসেছে। এভাবে যুগ যুগ ধরে বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার গড়ে উঠেছে। শব্দসম্ভারের দিক থেকে বাংলা একটি সমৃদ্ধ ভাষা বলে বিবেচনার যোগ্য। বাংলা ভাষার ধ্বনির বৈশিষ্ট্যের জন্য যে কোন ভাষার শব্দকে যথাযথ উচ্চারণে গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকায় বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার সহজে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন জাতের শব্দের আগমনে অনেক সময় উচ্চারণ ও বানান পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় গৃহীত হয়েছে। বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ রীতিই এর কারণ। বাঙালির এ নিজস্ব উচ্চারণের প্রভাব বিদেশী ভাষায় কথা বলার সময়ও লক্ষ্য করা যায়। আবার বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন এলাকায় একই শব্দের উচ্চারণেরও ভিন্নতা আছে।

বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

১. তৎসম
২. অর্ধতৎসম
৩. তদ্ভব
৪. দেশী ও
৫. বিদেশী শব্দ।

এদের বিস্তারিত পরিচয় নিচে দেওয়া হল ঃ

১. তৎসম শব্দ ঃ যেসব শব্দ পরিবর্তন ছাড়াই সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলোকে **তৎসম শব্দ** বলে। যেমনঃ চন্দ্র, সূর্য, হস্ত, পদ, মস্তক, শুভ্র, সুন্দর ইত্যাদি। তৎসম কথাটির অর্থ 'তার সম বা সমান' (তার—সংস্কৃতের) অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ ধরনের শব্দ সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হয় এবং আকৃতি ও প্রকৃতিতে তা সংস্কৃতের মত। প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত ভাষা এদেশের ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের বাহন হওয়ায় বাংলা ভাষা সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে প্রয়োজন মত প্রচুর শব্দ গ্রহণ করেছে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহারের ফলে তৎসম শব্দের গঠনে ও অর্থে কোন পরিবর্তন আসেনি। শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাবের জন্য বাংলায় তৎসম শব্দ খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা সাধু ভাষার শতকরা প্রায় ৪৫টি শব্দ তৎসম শ্রেণীর। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের মতে বাংলা ভাষার খ্যাতনামা লেখকদের রচনার শতকরা ২৫টি শব্দ তৎসম।

তৎসম শব্দ সংস্কৃত ভাষায় যে রূপে ব্যবহৃত হয় বাংলা ভাষায়ও তেমনি একই রূপে ব্যবহৃত হয়। শব্দ হিসেবে এগুলো গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং সে কারণে গুরুগম্ভীর ভাব প্রকাশের বিশেষ উপযোগী।

তৎসম শব্দের কিছু উদাহরণ ঃ গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, জীবন, মৃত্যু, পুরুষ, নারী, নদী, পর্বত, ভ্রাতা, ভগ্নী, সকাল, বিকাল, পণ্ডিত, মূর্খ, জল, বায়ু, অল্প, বহু, অদ্য, কল্য, ধর্ম, কর্ম, জয়, মুক্তি, পত্র, পুষ্প ইত্যাদি।

২. অর্ধতৎসম শব্দ ঃ যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে কিছুটা বিকৃত হয়ে বাংলায় এসেছে সেসব শব্দকে **অর্ধতৎসম শব্দ** বলে। যেমন ঃ গিন্নী, খিদে, নেমন্তন্ন ইত্যাদি। অর্ধতৎসম শব্দ মূলে ছিল সংস্কৃত, লোকমুখে উচ্চারণে সেসব বিকৃতি লাভ করেছে। গৃহিণী সংস্কৃত শব্দ। এটি বিকৃতি লাভ করে হয়েছে গিন্নী; তেমনি ক্ষুধা থেকে খিদে, নিমন্ত্রণ থেকে নেমন্তন্ন। এ ধরনের শব্দকে **ভগ্ন তৎসম শব্দ**ও বলা হয়। সংস্কৃত থেকে পরিবর্তনের সময় এসব শব্দের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত বহু শব্দ অর্ধতৎসম। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক খ্যাতনামা লেখকদের রচনার শতকরা ৫টি শব্দ অর্ধতৎসম বলে বিবেচনা করেন।

অর্ধতৎসম শব্দের কিছু উদাহরণ ঃ (চন্দ্র >) চন্দর, (সূর্য >) সুয্যি, (শ্রাদ্ধ >) ছেরাদ্দ, (স্পর্শ >) পরশ, (কৃষ্ণ >) কেষ্ট, (বিষ্ণু >) বিষ্টু, (মহার্ঘ্য) মাগগি, (প্রীতি >) পিরীত, (প্রণাম >) পেন্নাম, (তৃষ্ণা >) তেষ্টা, (বাদ্য >) বাদ্যি, (মহাশয় >) মশায়, (বৃষ্টি>) বিষ্টি, (বৈষ্ণব >) বোষ্টম, (মিষ্ট >) মিষ্টি, (সত্য >) সত্যি, (গাত্র >) গতর, (জ্যোৎস্না >) জোছনা,, (পুরোহিত >) পুরুত, (কুৎসিত >) কুচ্ছিত ইত্যাদি।

৩. তদ্ভব শব্দ ঃ যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত রূপে বাংলায় এসেছে সেগুলোকে **তদ্ভব শব্দ** বলে। যেমন ঃ হাত, পা, মাথা, কান ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার আদি রূপ বৈদিক ও সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় নতুন রূপ লাভ করেছে। তদ্ভব কথাটির অর্থ 'তৎ (তা) থেকে ভব (উৎপন্ন)' অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। এগুলো

বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ হিসেবে বিবেচিত। বাংলা ভাষা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে এগুলো লাভ করেছে। সংস্কৃত 'হস্ত' থেকে বাংলায় 'হাত', সংস্কৃত 'মস্তক' থেকে বাংলায় 'মাথা' ইত্যাদি রূপে এসব শব্দ গঠিত।

তদ্ভব শব্দ হল খাঁটি বাংলা শব্দ এবং বর্তমান বাংলা ভাষার মূল উপাদান হিসেবে এগুলো বিবেচ্য। বাঙালির প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দ তদ্ভব। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন যে, বাংলা ভাষার খ্যাতনামা লেখকের রচনার শতকরা ৬০ ভাগ শব্দ তদ্ভব শ্রেণীর অন্তর্গত। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাবতীয় নাম, ব্যক্তিগত সম্বন্ধবাচক শব্দ, পেশাবাচক শব্দ, পশুপাখি ও প্রাকৃতিক বস্তুর নাম, ঘর-সংসারের জিনিসপত্র, সংখ্যাবাচক শব্দ, তারিখ, সর্বনাম, ক্রিয়াবাচক শব্দ, অব্যয়, বিশেষণ ইত্যাদি অসংখ্য জাতের শব্দ প্রধানত তদ্ভব শ্রেণীভুক্ত।

তদ্ভব শব্দের কিছু উদাহরণ ঃ হাত, পা, চোখ, কান, মা, বাপ, ভাই, বোন, মামা, জেঠা, কামার, কুমার, গোয়ালা, গরু, ঘোড়া, উট, হাতি, গাধা, সাপ, সোনা, রূপা, আম, ছাতা, লাঠি, বাতি, এক, দুই, তিন, পোয়া, সাড়ে, দেড়, আধ, পয়লা, দোসরা, পাঁচই, আমি, তুমি, তিনি, চলে, হয়, নাচে, না, কাল, ভাল, হালকা, পাতলা ইত্যাদি।

৪. দেশী শব্দ ঃ যেসব শব্দ এদেশের আদিম অধিবাসী অনার্যদের ভাষা থেকে বাংলায় স্থান পেয়েছে সেগুলোকে **দেশী শব্দ** বলা হয়। যেমন ঃ পেট, ঢেঁকি, ডোঙা, কুড়ি ইত্যাদি।

এদেশে আর্যরা আসার আগে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি অনার্য জাতি বসবাস করত। আর্যদের প্রভাব তাদের ওপর পড়লেও নিজেদের কিছু শব্দ তারা আর্যদের উপহার দিতে পেরেছিল। বাংলা ভাষার শতকরা দুটি শব্দ এ উৎস থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। দেশী শব্দের মধ্যে আছে কিছু অনার্য শব্দ এবং কিছু অজ্ঞাত মূল শব্দ অর্থাৎ যাদের উৎস জানা যায়নি। বাংলার পূর্ববর্তী প্রাকৃত ভাষায় এগুলো প্রবেশ করে পরে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে।

দেশী শব্দের উদাহরণ ঃ কুলা, খড়, ঝিঙা, ঝাঁটা, ডিঙি, ঢেঁকি, চুলা, ঢোল, মই, বাদুড়, বাখারি, খোকা, খুকি, খোঁচা, ঝোল, ঢিল, টোপর, নেড়া, মেকি, ভাব, খাঁদা, বোঁচা, ঝিনুক, কাতলা, চিংড়ি, খোঁজ, চাউল, চাটাই, কালা, বোবা, গঞ্জ, মুড়ি, মাঠ, ঝিঙা, উচ্ছে ইত্যাদি।

৫. বিদেশী শব্দ ঃ যেসব শব্দ বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলোকে **বিদেশী শব্দ** বলে। যেমন ঃ কলম, কাগজ, খাতা, চেয়ার, টেবিল, চা, চিনি, বিবি, বেগম, বোতাম, রিকশা, চকলেট ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের প্রবেশের কারণ বাংলাদেশের সাথে বাইরের বিভিন্ন জাতের মানুষের যোগাযোগ। ঐতিহাসিক কারণে বিদেশী ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে বাঙালির ঘনিষ্ট যোগাযোগের ফলে প্রচুর বিদেশী শব্দ বাংলায় স্থান পেয়েছে এবং এখন পর্যন্ত তার অনুপ্রবেশ ঘটছে। মুসলমান শাসকেরা দীর্ঘদিন এদেশ শাসন করেছে। তারা ছিল বহিরাগত। তাদের ধর্মীয় ভাষা আরবি, রাজ ভাষা ফারসি এবং ঘরোয়া ভাষা ছিল তুর্কি। তাই এ তিন জাতের শব্দ ফারসি পরিচয়ে বাংলা ভাষায় বিদ্যমান। অনেক ফারসি শব্দ এদেশের ভাষায় এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা কঠিন। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বাংলা শব্দ বাদ দিয়ে ফারসি শব্দ নিজের স্থান করে নিয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, প্রায় আড়াই হাজার ফারসি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে তুর্কি বিজয়ের পর থেকে ফারসি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হতে থাকে।

ষোড়শ শতকে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে এদেশে পর্তুগিজরা আসে। হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে তারা বসবাস করত। প্রায় এক শ পর্তুগিজ শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এদেশে পর্তুগিজদের প্রভাব কমে যায়। শেষে এসেছে ইংরেজ। প্রায় দু শ বছর শাসনের ফলে ইংরেজি ভাষা এদেশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এখনও প্রচুর ইংরেজি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করছে। ইংরেজির মাধ্যমে পৃথিবীর অন্য ভাষার কিছু শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন ভাষার প্রচুর বিদেশী শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিদেশী শব্দের উদাহরণ

ক. আরবি ঃ অছিলা, অজুহাত, অন্দর, আকবর, আক্কেল, আখের, আজব, আতর, আদত, আদব-কায়দা, আদায়, আদালত, আবির, আমল, আমলা, আমানত, আমিন, আমির-ওমরা, আয়েশ, আরক, আরশ, আলখাল্লা, আলবৎ, আলাদা, আলোয়ান, আসবাব, আসল, আসামী, আহাম্মক, ইজারা, ইজ্জত, ইনকিলাব, ইনাম, ইন্তিকাল, ঈমান, ইমারত, ইশতাহার, ইশারা, ইসলাম, ইস্তফা, ইহুদি, ঈদ, উকিল, উজির, উসুল, এক্তিয়ার, এজমালি, এজলাস, এজাহার, এলাকা, ওকালত, ওজন, ওয়াসিল, ওয়াস্তে, ওরফ, ওয়ারিশ, কদম, কদর, কবর, কবলা, কবুল, কয়েদ, করার, কলপ, কলাই, কসবা, কসাই. কসুর, কাওয়াল, কানাত, কাফন, কাফের, কামাল, কামিজ, কায়দা, কায়েম, কালিয়া, কাহিল, কিস্তি, কুদরত, কুমকুম, কুলুপ, কেচ্ছা, কেতা, কেতাব, কেরামতি, কেল্লাফতে, কৈফিয়ৎ, ক্রোক, খতম, খতিয়ান, খবর, খয়রাত, খসড়া, খাজনা, খাতির, খাদিম, খাপ, খামচা, খারাপ, খারিজ-দাখিল, খালসা, খালি, খাসা, খাসি, খেতাব, খেয়াল, খেলাপ, খেসাবত, খোলসা, খোলা, গজল, গড়গড়া, গরিব, গলদ, গাড়া, গায়েব, গু'তা, গোসা, গোঁৎ, ছবি, ছাদ, জওহর, জহর, জনাব, জবাব, জমজমাট, জমা, জমানা, জমায়েত, জরিপ, জরিমানা, জলদি, জলসা, জল্লাদ, জাফরান, জালিয়াত, জাহাজ, জাহির, জিজিয়া, জিনিস, জিম্মা, জিরাত, জিরাফ, জুলুম, জেরা, জেহাদ, জৌলুস, জ্বালাতন, তওবা, তকরার, তকলিফ, তগদির, তসরূপ, তদারক, তদ্‌বির, তফশীল, তফাত, তবিয়ত, তমশুক, তমাদি, তরফ, তর্জমা, তর্জা, তলব, তহবিল, তাকত, তাগিদ, তাজিয়া, তাজ্জব, তানপুরা, তামাম, তামিল, তারিখ, তারিফ, তালাক, তালিকা, তালিম, তালুক, তাঁবে, তুফান, তুলকামাল, তৈয়ার, তোড়া, তোফা, তোয়াক্কা, দখল, দজ্জাল, দফা, দফা-রফা, দলিল, দাওয়াই, দাখিল, দায়রা, দালাল, দাঁও, দুনিয়া, দেনা, দোয়া, দোয়াত, দৌড়, দৌলত, নকল, নকসা, নগদ, নজর, নজির, নবাব, নসীব, নহবত, নহর, নাকাল, নাগাদ, নাজির, নায়েব, নিকা, নিকাশ, নিয়ত, নিশা, নূর, নেহাত, ফকির, ফক্কড়, ফতুর, ফতে, ফতোয়া, ফরাশ, ফর্দ, ফসকা, ফসল, ফাজিল, ফানুস, ফায়দা, ফালাও, ফাঁক, ফি, ফিকির, ফুরফুর, ফুরসত, ফেরার, ফোয়ারা, ফৌজ, ফৌত, ফ্যাসাদ, বই, বকেয়া, বদল, বন্দুক, বয়ান, বহর, বাকি, বাতিল, বাদাড়, বাদে, বাবদ, বিলকুল, বিলাত, বুরুজ, বেসাতি, বোরকা, মওকা, মক্তব, মুকুব, মক্কেল, মজবুত, মজলিস, মজুত, মঞ্জিল, মঞ্জুর, মতলব, মদত, মণ, মনিব, মফস্বল, ময়দান, ময়না, মর্জি, মলম, মল্লিক, মশগুল, মশলা, মশাল, মসজিদ, মসনদ, মস্করা. মহকুমা, মহড়া, মহব্বত, মহরম, মহল্লা, মহাফেজ, মহাল, মাতব্বর, মাদ্রাসা, মানা, মাফ, মাফিক, মামলা, মামুলি, মারফত, মাল, মালিক, মালুম, মাল্লা, মাশুল, মাসহারা, মিছরি, মিনতি, মিনার, মিশর, মুনশী, মুন্‌সেফ, মুনাফা, মুরাদ, মুরুব্বি, মুলতবী, মুলুক, মুশ্‌কিল, মুসলিম, মুসাফির, মুসাবিদা, মুহুরি, মেকি, মেজাজ, মেরাপ, মেরামত, মেহনত, মোকদ্দমা, মোকাবিলা, মোক্তার, মোতাবেক, মোতায়েন, মোদ্দা, মোরব্বা, মোলায়েম, মোল্লা, মোসাহেব, মোক্ষম, মৌজ, মৌতাত, মৌলবি, মৌসুমী, রকম, রকম-সকম, রদ, রদ-বদল, রপ্ত, রফা, রশি, রাইয়ত, রায়, রিপু, রুজু, রুবাই, রেওয়াজ, রোয়াক, লহমা, লাখেরাজ, লায়েক, লেপ, লেফাফা, লেবু, লোকসান, শখ, শয়তান, শরবত, শরাব, শর্ত, শলা, শহীদ, শুরু, সই, সওয়াল, সড়কি, সদর, সন, সনদ, সফর, সুবুর, সলিতা, সহিস, সাকিন, সাকী, সাফ, সাবুদ, সাবেক, সামাল, সাহেবসুবা, সিকি, সিন্দুক, সুলতান, সুলুক, সেরেফ, হক, হজম, হদ্দ, হয়রান, হরফ, হাওদা, হাওয়া, হাওলাত, হাকিম, হাজত, হামলা, হামাম, হম্বি-তম্বি, হায়া, হারাম, হাল, হালত, হালফিল, হালুয়া, হাসিল, হিকমত, হিম্মত, হিসাব-নিকাশ, হিস্যা, হুকুম. হুকো, হুজ্জত, হুবহু, হুর, হুলিয়া, হেফাজত, হ্যাবলা।

খ. ফারসি শব্দ ঃ আরবি, তুর্কি ও ফারসি শব্দ ফারসি পরিচয়ে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। মুসলমানদের যাবতীয় ধর্মীয় শব্দ, আইন-আদালত সম্পর্কিত শব্দ, রাজদরবার সম্পর্কিত শব্দ, যুদ্ধ-বিগ্রহের শব্দ, শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা ও সাহিত্য বিষয়ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদেশী জাতের নাম, বিভিন্ন পেশা, দৈনন্দিন জীবনের জিনিসপত্রেব নাম ইত্যাদি অগণিত শব্দ ফারসি উৎস থেকে বাংলায় এসেছে।

যেমন ঃ আইন, আওয়াজ, আঙুর, আচার, আজাদ, আতশবাজী, আদমশুমারী, আন্দাজ, আফগান, আফসোস, আবরু, আবাদ, আমদানি, আমেজ, আয়না, আরজি, আরাম, আলু, আশকারা, আসমান, আসান, আস্তানা, আস্তিন, আস্তে, ইয়ার, ইয়ারকি, ইরানি, উমেদার, একটা, একতারা, একদম, একরোখা, এলাচী, এলেমদার, ওস্তাদ, কন্দ, কম, কমজোরি, কশাকশি, কাগজ, কানাচ, কাবুলি, কামান, কারখানা, কারচুপি, কারবার, কারসাজি, কারিগর, কিংখাব, কিনারা, কিস্তিমাৎ, কুচি, কুর্‌তা, কুস্তি, কেরদানি, কোতওয়াল, কোফতা, কোমর, খঞ্জর, খঞ্জরী খরগোশ, খরমুজ,, খরিদ, খরিদ্দার, খস্-খস্, খাক, খাজা,

খাঞ্চাপোষ, খানদানি, খানসামা, খাম, খামখা, খালাসি, খাস্তা, খুচরা, খুনোখুনি, খুন, খুনী, খুব, খুশকি, খুশি, খোদ, খোশামোদ, গম্বুজ, গরম, গরমী, গর্দান, গালিচা, গির্দা-বালিশ, গুজরান, গুনাগার, গুম, গুলজার, গুলবাগ, গেরো, গোমস্তা, গোয়েন্দা, গোরস্থান, গোলন্দাজ, গোলাপ, গোস্তাকি, গোঁড়, গ্রেফতার, ঘিঞ্জি, চরকা, চরকি, চর্বি, চশমখোর, চশমা, চাকর, চাকরি, চাদর, চারপায়া, চালক, চাঁদা, চিজ, চেহারা, চোস্ত, চৌবাচ্চা, ছায়াবাজি, জং, জখম, জঙ্গল, জঙ্গী, জবরদস্তি, জবান, জবানবন্দি, জমি, জরি, জর্দা, জাজিম, জাদু, জান, জানোয়ার, জামদানী, জামা, জায়গা, জালা, জিঞ্জির, জিন্দাবাদ, জিন্দেগী, জুলফি, জেনানা, জের, জোর, জোরদার, ঝাড়ু, ডেগ্‌চি. তক্ত, তক্তপোশ, তক্তা, তন্দুর, তরমুজ, তাকিয়া, তাজা, তাতার, তীর, তীরন্দাজ, তেজ, তোতা, তোবড়া, তোশক, তোশাখানা, তোষামোদ, দঙ্গল, দপ্তর, দপ্তরী, দম, দমকা, দরকার, দরখাস্ত, দরজা, দরদ, দরদালান, দরবার, দরবেশ, দরাজ, দরিয়া, দরুন, দর্জি, দশশালা, দস্ত, দস্তানা, দস্তুর, দহরম, দাগ, দাগী, দাঙ্গা, দাদন, দানা, দামামা, দারোগা, দারোয়ান, দালান, দিলখোশ, দিস্তা, দুরস্ত, দুশমন, দুরবীন, দেদার, দেমাক, দেয়াল, দেরি, দোকান, দোতারা, দোপিঁয়াজী, দোশালা, দোস্তী, ধস্তাধস্তি, নওজোয়ান, নওরোজ, নফর, নবীস, নমাজ, নমুনা, নরম, নর্দমা, না, নাচার, নাস্তা-নাবুদ, নামী, নালিশ, নাশ্‌তা, নাশপাতি, নিমক, নিমকী, নিরিখ, নিশান, নিশানা, নোঙর, পইপই, পছন্দ, পনীর, পয়দা, পয়মাল, পরওয়ান, পরগণা, পরচা, পরী, পরোয়া, পর্দা, পলক, পশম, পাইক, পাইকারী, পাজামা, পাজি, পাঞ্জা, পাঞ্জাব, পাঞ্জাবী, পাদান, পাপোশ, পাঁয়তারা, পায়া, পারসি, পালোয়ান, পাল্লা, পিলসুজ, পুল, পুলিন্দা, পেয়াদা, পেশকার, পেশা, পেশাদার, পেঁচ, পোদ্দারী, পোলাও, পোশ, পোশাক, পোস্ত, পোস্তা, ফন্দি, ফন্দিবাজ, ফরমান, ফরমায়েশ, ফরিয়াদ, ফার্সি, ফাঁদ, ফিরিঙ্গি, ফিরিস্তি, ফিরোজা, ফেরেকবাজ, বখরা, বখশিশ, বগল, বজায়, বদ, বনাম, বনিয়াদ, বনেদি, বন্দর, বন্দী, বন্দোবস্ত, বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরফ, বরফি, বরবাদ, বরাদ্দ, বরাবর, বর্গী, বর্শা, বস্তা, বস্তানী, বাগান, বাগিচা, বাচ্চা, বাজ, বাজার, বাজিকর, বাজু, বাজেয়াপ্ত, বাদশাহী, বাদাম, বাদামী, বান্দা, বাবরী, বায়নাক্কা, বারকোশ, বারবার, বারুদ, বালখানা, বালাপোষ, বালিশ, বাসিন্দা, বাহবা, বাহানা, বিবি, বিবিআনা, বিবিজান, বিমার, বিরিয়ানী, বীমা, বুজরকি, বুনিয়াদি, বুলবুল, বে-আবরু, বেগার, বেচারা, বেজায়, বেজার, বেতার, বেদম, বেদানা, বেনামী, বেরং, বেশ, বে-শরম, বেশি, বেহুশ, ব্যারাম, মখমল, মগজ, মজা, মজাদার, মজুর, মজুরি, মন্দা, ময়দা, মরদ, মরিচ, মরিচা, মর্দানা, মর্মর, মলমল, মশক, মস্ত, মস্তান, মাকু, মারপেঁচ, মালিশ, মাহিনা, মিঞা, মিসি, মিহি, মিহিদানা, মিহির, মীনা, মুফত, মুর্দা, মুর্দাফরাশ, মুর্দার, মেওয়া, মেথর, মেহেরবান, মোম, মোরগ, মোরচা, মোহর, রওনা, রংদার, রংমহল, রঙবাজ, রঙিন, রপ্তানি, রসদ, রসিদ, রাস্তা, রাহাজানি, রুজি, রুমাল, রেজকি, রেশম, রেহাই. রোখ, রোজ, রোজগাব, রোশনাই, র‍্যাদা, লঙ্গরখানা, লপেটা, লবেজান, লস্কর, লাগাম, লাল, লুঙ্গি, লেঙড়া, শরম, শাখা, শাগরেদ, শাদী, শানাই, শামলা, শায়েস্তা, শাল, শালগম, শিরোনামা, শালোয়ার, শিক, শিকার, শিকারী, শির, শিরিষ, শুমারী, শোরগোল. শৌখিন, সওদা, সওদাগর, সওয়ার, সঙ্গীন, সনাক্ত, সফেদ, সব্জি, সবুজ, সর, সরকার, সরজমিন, সরঞ্জাম, সরবরাহ, সরাইখানা. সরাসরি, সরোদ, সর্দার, সর্দি গর্মী, সস্তা, সাজ, সাজা, সাদা, সাদসিদে, সাবাস, সারেঙ, সাল-সালতমামী, সিপাহী, সীসা, সুজনী. সুদ. সুপারিশ, সুরকি, সুর্মা, সেতারা, সেরা, সেরেস্তাদার, সোপর্দ, সোয়ারী, হপ্তা, হরকরা, হরদম, হাঙ্গাম, হাজার, হামানদিস্তা, হামেশা, হিন্দু, হুশ, হুশিয়ার, হেস্তনেস্ত।

গ. তুর্কি ঃ উজবুক, উর্দি, উর্দু, কঞ্চি, কাঁচি, কাবু, কুর্নিশ, কুলি, কোর্মা, খাঁ, খান, খোকা, চকমক, চাকু, চিক, চোগা, ঝকমক, ঠাকুর, তকমা, তালাশ, তুর্ক, তোপ, দাদা, নানা, নানী, বাবা, বাবুর্চি, বাহাদুর, বোঁচকা, বেগম, মুচলেকা, মোগল, লাশ, সওগাত ইত্যাদি।

ঘ. পর্তুগিজ শব্দ ঃ খ্রিস্ট ধর্ম, ফলমূল ও কৃষিজাত দ্রব্য এবং আসবাবপত্র ইত্যাদি বিষয়ের কিছু পর্তুগিজ শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ ক্রুশ, গীর্জা, পাদ্রি, যিশু, আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, কামরাঙা, কপি, বাতাবি, তামাক, আতা, চাবি, জানালা, তোয়ালে. বালতি, বোতল, আলমারি, বারান্দা, গুদাম, গামলা, সাবান, ফিতা, পেরেক, কামরা, টুপি, আলপিন, আলকাতরা, কামিজ, বোতাম, মিস্ত্রি. নিলাম, মাশুল, বোমা, পিস্তল, আচার, বাসন, সাগু ইত্যাদি।

ঙ. ফরাসি শব্দ ঃ আঁশ, শেমিজ, কার্তুজ, দিনেমার, কুপন, ওলন্দাজ, ইংরেজ, কাফে, বুর্জোয়া, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি।

চ. ওলন্দাজ শব্দ ঃ ইস্কুপ, তুরুপ, টেক্কা, হরতন, রুইতন, ইস্কাবন।

ছ. হিন্দি শব্দ ঃ আচানক, আচ্ছা, খানাপিনা, চরখা, চিজ, চানাচুর, চাহিদা, ইস্তক, কাহিনী, খাট্টা, চামেলি, টহল, পানি, তাগড়া, ফালতু ইত্যাদি।

জ. চীনা শব্দ ঃ চা, চিনি, লিচু, এলাচি ইত্যাদি।

ঝ. জাপানি শব্দ ঃ রিক্সা. সামপান, হারিকিরি, প্যাগোডা ইত্যাদি।

ঞ. বর্মি শব্দ ঃ কিয়াং, ফুঙ্গী, লুঙ্গি ইত্যাদি।

ট. ইংরেজি শব্দ ঃ অজস্র ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং এখনও প্রচুর ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। কিছু ইংরেজি শব্দ আছে যা উচ্চারণে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। যেমন ঃ লাট (Lord), মেম (Madam), লিস্টি (list), টেবিল (Table), খ্রিস্ট (Christ), খ্রিস্টান (Christian), বোতল (Bottle), পল্টন (Platoon), জেল (Jail), বাক্স (Box), লণ্ঠন (Lantern), সান্ত্রি (Sentry), জাঁদরেল (General), ডাক্তার (Doctor), হাসপাতাল (Hospital) ইত্যাদি।

বহু শব্দ কোন পরিবর্তন ছাড়াই বাংলায় স্থান পাচ্ছে। আর্ট, অফিস, স্কুল, কলেজ, কোর্ট, কাপ, কেস, ক্রিকেট, গ্লাস, চেয়ার, চেক, ট্রেন, টিন, ডজন, থিয়েটার, প্যান্ট, পুলিশ, পকেট, পাউডার, ব্যাঙ্ক, বোর্ড, ভোট, মাস্টার, মাইল, রেল, শার্ট, স্টেশন ইত্যাদি।

ইংরেজি ভাষাব মাধ্যমে পৃথিবীর নানা ভাষার শব্দ বাংলায় এসেছে। যেমন ঃ জেব্রা (দক্ষিণ আফ্রিকা), ক্যাঙ্গারু (অস্ট্রেলিয়া), কুইনাইন (পেরু), ম্যালেরিয়া (ইটালি), সোভিয়েত, ভলগা (রাশিয়া), নাৎসী (জার্মান) ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ ঃ বাংলা ভাষায় নানা জাতের শব্দের সমাবেশে এর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের সহযোগে এক ধরনেব মিশ্র শব্দের নমুনা বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর শব্দের সাথে অন্য শ্রেণীর শব্দ বা প্রত্যয়ের মিলনে এসব মিশ্র শব্দ তৈরি হয়েছে। এ ধরনের শব্দের কয়েকটি উদাহরণ—দেশী + বিদেশী শব্দ ঃ রাজা-উজীর, হাট-বাজার, ধন-দৌলত। বিদেশী + দেশী শব্দ ঃ পাউরুটি, মাস্টারমশাই, ডাক্তারবাবু, ফুলহাতা, হেডপণ্ডিত। বিদেশী + বিদেশী শব্দ ঃ হেডমৌলবী, পুলিশসাহেব।

প্রত্যয় যোগে মিশ্র শব্দ ঃ মাস্টারি, পণ্ডিতি, গৃহিণীপনা, ডেপুটিগিরি ইত্যাদি।

উপসর্গ যোগে মিশ্র শব্দ ঃ বেটাইম, বেহেড ইত্যাদি।

খণ্ডিত শব্দ ঃ শব্দের কোন একটি অংশ একভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তাকে খণ্ডিত শব্দ বলা যায়। যেমন ঃ টেলিফোন > ফোন, মাইক্রোফোন > মাইক, কমলালেবু > কমলা, চালাঘর > চালা, ম্যাক্সিমাম > ম্যাক্সি, মিনিমাম > মিনি।

মুণ্ডমাল শব্দ ঃ কোন বাক্যাংশের প্রতিটি শব্দের বা পদের প্রথম ধ্বনিগুলো নিয়ে শব্দ তৈরি করা হলে তাকে মুণ্ডমাল শব্দ বলে। যেমন ঃ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা = বাসস, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি = ডেসা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ = রাজউক, ইংরেজিতে এমন অনেক শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ লেসার (লাইট এম্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন রেডিয়েশন), রাডার, ইউনিসেফ ইত্যাদি।

পারিভাষিক শব্দ হিসেবে ইদানীংকালের কিছু নতুন তৈরি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এই শব্দগুলো বিদেশী শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দ। ইংরেজি অনুসরণে বা প্রভাবে এগুলো রূপ লাভ করেছে। যেমন ঃ

অম্লজান—Oxygen ; প্রশিক্ষণ—Training ; ব্যবস্থাপক—Manager ; মহাব্যবস্থাপক—General Manager; স্নাতক—Graduate ; স্নাতকোত্তর—Post-Graduate ইত্যাদি।

কিছু শব্দ এসেছে মানুষের নাম থেকে। যেমন ঃ বয়কট, লেডিকেনি (মিষ্টি), ডিজেল, স্যাণ্ডুইচ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় শব্দসম্ভারকে সাধারণভাবে মৌলিক ও আগন্তুক—এই দু শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায়। তৎসম, তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দগুলোকে **মৌলিক** এবং দেশী ও বিদেশী শব্দগুলোকে **আগন্তুক শব্দ** বলা চলে।

বাংলা ভাষায় মোট শব্দের সংখ্যা সোয়া লক্ষের মত। এর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শব্দ তৎসম, প্রায় আড়াই হাজার শব্দ আরবি-ফারসি, চার শ শব্দ তুর্কি, আট শ ইংরেজি শব্দ এবং প্রায় দেড় শ শব্দ পর্তুগিজ ও ফরাসি। এছাড়া কিছু অন্য বিদেশী শব্দও আছে। বাদবাকি শব্দ তদ্ভব ও দেশী।

বাংলা ভাষার শব্দের অনুপাত নির্ণয় করতে গিয়ে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, বর্তমান বাংলা ভাষায় শব্দ ব্যবহারে লেখকভেদে তারতম্য ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জসীমউদ্দীন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ লেখকের ভাষা বিশ্লেষণ করলে যে শাব্দিক অনুপাত পাওয়া যায় তা মোটামুটি এভাবে দেখানো যায় ঃ

১.	তৎসম	শব্দ	শতকরা	২৫	তৎসম
২.	অর্ধতৎসম	"	"	৫	বাংলা
৩.	তদ্ভব	"	"	৬০	বাংলা
৪.	বিদেশী	"	"	৮	বাংলা
৫.	দেশী	"	"	২	বাংলা
			মোট	১০০	

একথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, বাংলা ভাষায় যেসব শব্দ বিভিন্ন উৎস থেকে এসেছে তা বাংলা ভাষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে বাংলার নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এদের পরিচয় বাংলা ভাষার শব্দ হিসেবেই নির্ণীত। বাংলা ভাষা থেকে পৃথক বলে বিবেচনা করার কোনও যুক্তি নেই। অনেক শব্দের বেলায় বাংলা পরিভাষা খুঁজে বের করার প্রয়োজনও পড়ে না।

অনুশীলনী

১. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসম্ভারের একটি করে উদাহরণসহ নাম উল্লেখ কর।

২. শব্দের উৎপত্তি হিসেবে বাংলা শব্দভাণ্ডারকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক বিভাগের উদাহরণ দিয়ে একটি আলোচনা লেখ।

৩. বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যে যে ভাষার শব্দ প্রবেশ লাভ করেছে, তাদের বিবরণ দাও।

৪. বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

৫. উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ ঃ
তদ্ভব শব্দ ; দেশী শব্দ ; তৎসম শব্দ ; অর্ধ-তৎসম শব্দ ; বিদেশী শব্দ।

৬. বাংলা ভাষায় গৃহীত নিম্নলিখিত বিদেশী শব্দগুলোর কোনটি কোন্ ভাষার লেখ।
কলেজ ; আনারস ; কুপন ; হরতন ; হরতাল ; দারোগা ; চা ; রিকশা ; আল্লাহ্ ; দরবার।